1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক

মদিনার দর্শনীয় স্থানসমূহ

ভ্রমণ নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُردُو URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সূচিপত্র

কাঙ্খিত পৃষ্ঠায় যেতে শিরোনামের ওপর ক্লিক করুন

মসজিদে নববী



মসজিদে কুবা



কুবা রোড



মসজিদে কিবলাতাইন



মসজিদে ইজাবা (মসজিদে বনী মুআবিয়া- মসজিদে মুবাহালা)



মসজিদে গামামা



মসজিদে আবু বকর
সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু



মসজিদে উমর ইবনুল খাত্তাব
রাযিয়াল্লাহু আনহু



মসজিদে আলী ইবনে আবী তালিব
রাযিয়াল্লাহু আনহু



বাকী’ গোরস্থান



উহুদ পাহাড়



জাবালে রুমাত



উহুদের শহীদদের কবরস্থান



বনু সায়েদার বৈঠকখানা
(সাকীফায়ে বনী সায়েদা)



কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং
কমপ্লেক্স



মদীনা মুনাওয়ারা যাদুঘর (হেজায
রেলওয়ে মিউজিয়াম)



দারে মদীনা ঐতিহ্য ও
সাংস্কৃতিক যাদুঘর



মসজিদে নববী স্থাপত্য প্রদর্শনী
কেন্দ্র

সীরাতে নববী ও ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্র ও যাদুঘর



মদিনা বাস



পর্যটন বাস



গুরুত্বপূর্ণ ফোন

নাম্বারসমূহ



মদিনা মুনাওয়ারা

এটা প্রিয় নবীর (সাঃ) হিজরতের ভূমি ও তাঁর বসবাসের স্থান। এখানেই তাঁর কবর ও তাঁর দেহ মুবারক শায়িত।

মক্কা মুকাররমার পরে এটাই মুসলমানদের কাছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পবিত্র ভূমি।

একইভাবে এটা ইসলামের সর্বপ্রথম রাজধানী। ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রভূমি যেখান থেকে একসময় এ সভ্যতার আলো গোটা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।



এই নির্দেশিকাতে আপনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ)শহরের যিয়ারত সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দিক-নির্দেশনা জানতে পারবেন।



মদীনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা

মদিনা মুনাওয়ারা ইসলামের দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা পবিত্র ভূমি। আল্লাহ তাআলা এটাকে নানান শ্রেষ্ঠত্বে মণ্ডিত করেছেন। তন্মধ্যে:



এটা ইসলাম ও হিদায়াতের কেন্দ্রভূমি:

মদীনা মুনাওয়ারা শুরু থেকেই ইসলাম ও হিদায়াতের কেন্দ্রভূমি। কিয়ামত পর্যন্ত এমন থাকবে। এখানেই ইসলাম পল্লবিত হয়েছে, বেড়ে উঠেছে। এখান থেকে ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়েছে আবার এখানেই ফিরে আসবে। যেমনটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: ‘সাপ যেমন গর্তে আশ্রয় নেয়, ঈমান তেমন মদীনাতে আশ্রয় নিবে’।





মদীনার অধিবাসীদের জন্য রাসূলুল্লাহর (সাঃ) শাফায়াত:

যারা মদীনাতে বসবাস করবে এবং মদীনার প্রতিকূল আবহাওয়ার মাঝেও সবর করে মদীনাকে আবাদ রাখবে; তারা বিশাল মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বলেন: ‘যে ব্যক্তি এখানের প্রতিকূলতার ওপর সবর করে মৃত্যুবরণ করবে আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হবো’।





এটা বরকতময়:

বরকত মানে- বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার খাদ্য, জীবিকাসহ সব বিষয়ের বরকতের জন্য দুআ করেছেন। তিনি বলেছেন:‘হে আল্লাহ! আমাদের ফলে বরকত দিন। আমাদের মদীনাতে বরকত দিন। আমাদের সা’ (ওজনে) বরকত দিন। আমাদের ‘মুদ্দ’ (পরিমাণে) বরকত দিন। হে আল্লাহ! ইবরাহীম আপনার বান্দা, খলীল ও নবী আমিও আপনার বান্দা ও নবী। তিনি আপনার কাছে মক্কার জন্য দুআ করেছেন। তিনি মক্কার জন্য যা দুআ করেছেন আমি আপনার কাছে মদীনার জন্য সেগুলো এবং (অতিরিক্ত) আরও সমপরিমাণ দুআ করছি’।

এটা হারাম শহর:

হারাম শহরে পুণ্যের সওয়াব অনেকগুণ বেশি। সেখানে পাপের বোঝাও অনেক বেশি ভারী। হারাম শহরের অধিবাসীদেরকে কোনো প্রকারের কষ্ট দেয়া আল্লাহর কাছে জঘন্যতম কবীরা গুনাহ হিসেবে বিবেচিত।



মদিনার নামসমূহ



মদিনার বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ নাম রয়েছে তন্মধ্যে কয়েকটি নাম হলো:

মদিনা: ‘মদিনা’ শব্দের শাব্দিক অর্থ শহর। জগতের প্রত্যেকটি শহরের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। কিন্তু একমাত্র ‘মদিনা’ই অন্য কোনো সংযুক্তি ছাড়া স্রেফ ‘মদিনা’ নামে পরিচিত।

কখনো কখনো এটাকে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে যুক্ত করে ‘মদীনায়ে নববী’ বলা হয়। আবার কখনো ‘মদীনা মুনাওয়ারা’ তথা আলোকিত শহর বলা হয়। কারণ মুস্তফা (ﷺ) হিজরতের পরে এটাকে হিদায়াত ও ইসলামের আলোতে আলোকিত করেছেন।



দারুল হিজরা (হিজরতের ভূমি): কারণ এটা সেই ভূমি যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের হিজরতের মাধ্যমে ধন্য হয়েছে। তাদেরকে নিজ বুকে স্থান দিয়েছে। তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

তাইবা: এর অর্থ পবিত্র, সুন্দর, আলোকিত, উজ্জ্বল। কারণ এ শহরের মাটি পবিত্র। এর অধিবাসীরা মহান। এখানের জীবন সুন্দর ও আলোকিত।



মসজিদে নববী

মসজিদে নববীর যিয়ারত সুন্নাত আমল।

এটা যিয়ারতের নির্ধারিত কোনো সময়সীমা নেই। ফলে বছরের যে কোনো দিন যিয়ারত করা যেতে পারে।



রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: ‘কেবল তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যায়। মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা’।



মসজিদে নববী যিয়ারতের আদব:

- ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা।
- মসজিদে প্রবেশের দুআ পড়া।
- বাম পা দিয়ে বের হওয়া।
- বের হওয়ার দুআ পড়া।




ادخلوها بسلام آمنين
SAUD

- রওজা শরীফে (রিয়াজুল জান্নাহতে) নফল নামাজ আদায় করা। তবে এক্ষেত্রে নামাজের অনুমতি গ্রহণ ও ভিড় এড়ানোর চেষ্টা করা উচিত।
- অধিক পরিমাণে দুআ ও জিকির করা।
- শরঈ আদব মেনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের ওপর সালাম পেশ করা।



- হারামে নববীতে ফরজ নামাজগুলো পড়তে পারার সুযোগকে কাজে লাগানো। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: ‘আমার এই মসজিদে এক ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য যে কোনো মসজিদে হাজার নামাজের সমতুল্য’।

মসজিদে নববী সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে ‘মসজিদে নববী নির্দেশিকা’ ডাউনলোড করুন



মসজিদে কুবা



- এটা ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ।
- মদীনায় প্রবেশ করার পরপরই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা নির্মাণ করেছেন।
- তিনি কুবাতে ৪ দিন অবস্থান করেন। পঞ্চম দিন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে মদীনার দিকে যান।

﷽ আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, তোমার দাঁড়ানোর জন্য সেটাই অধিক উপযুক্ত; সেখানে এমন সব লোক আছে যারা পবিত্রতা লাভ করতে ভালবাসে, আর আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন’।

কুবার মর্যাদা:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে কুবা যিয়ারত করতেন এবং সেখানে নামাজ আদায় করতেন। তিনি বলতেন: ‘কোনো ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করে কুবাতে এসে নামাজ আদায় করলে একটি উমরার পুণ্য লাভ করবে’।



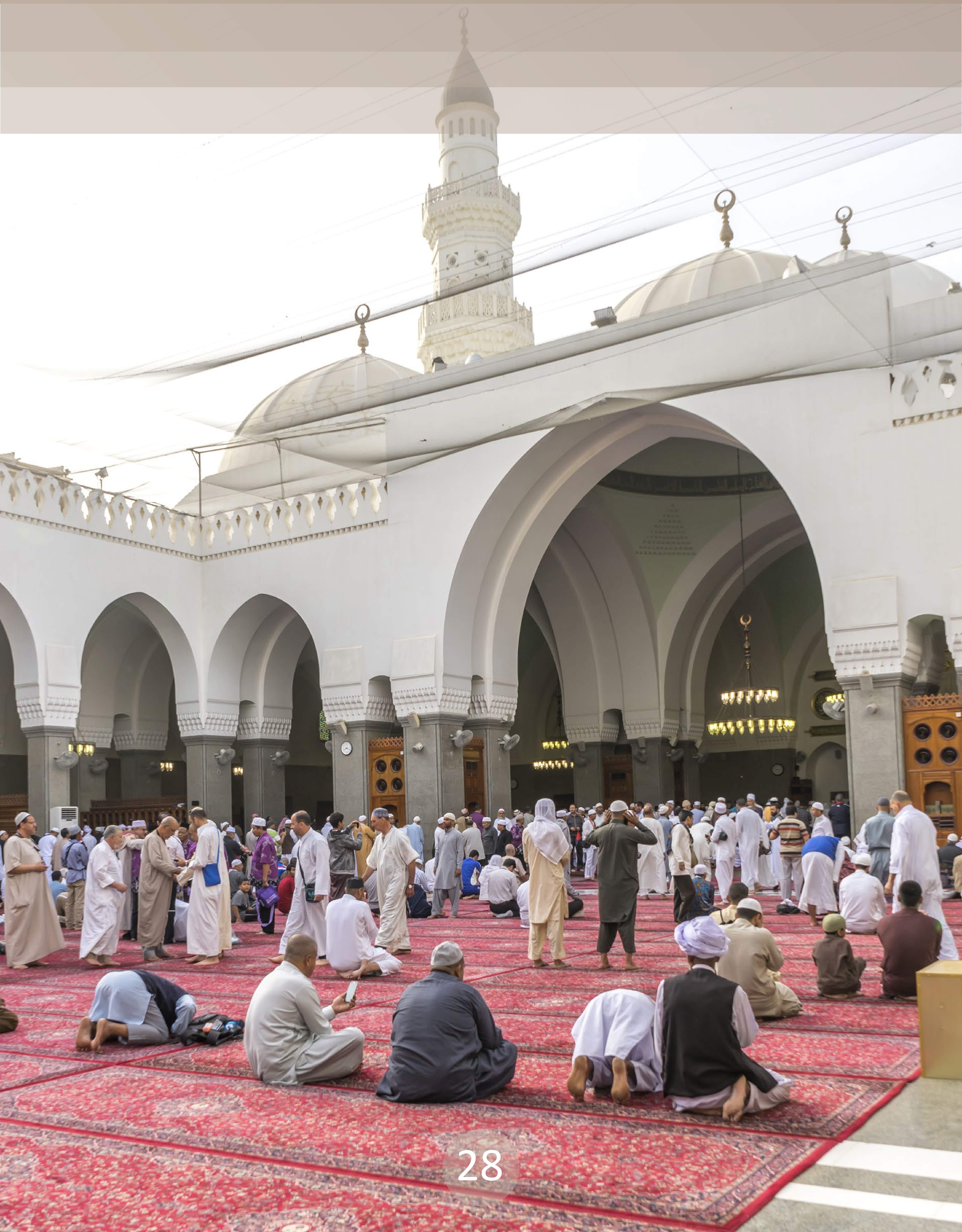
অবস্থান:

মদীনা মুনাওয়ারার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খর্জুর বাগানসমৃদ্ধ এলাকায়।



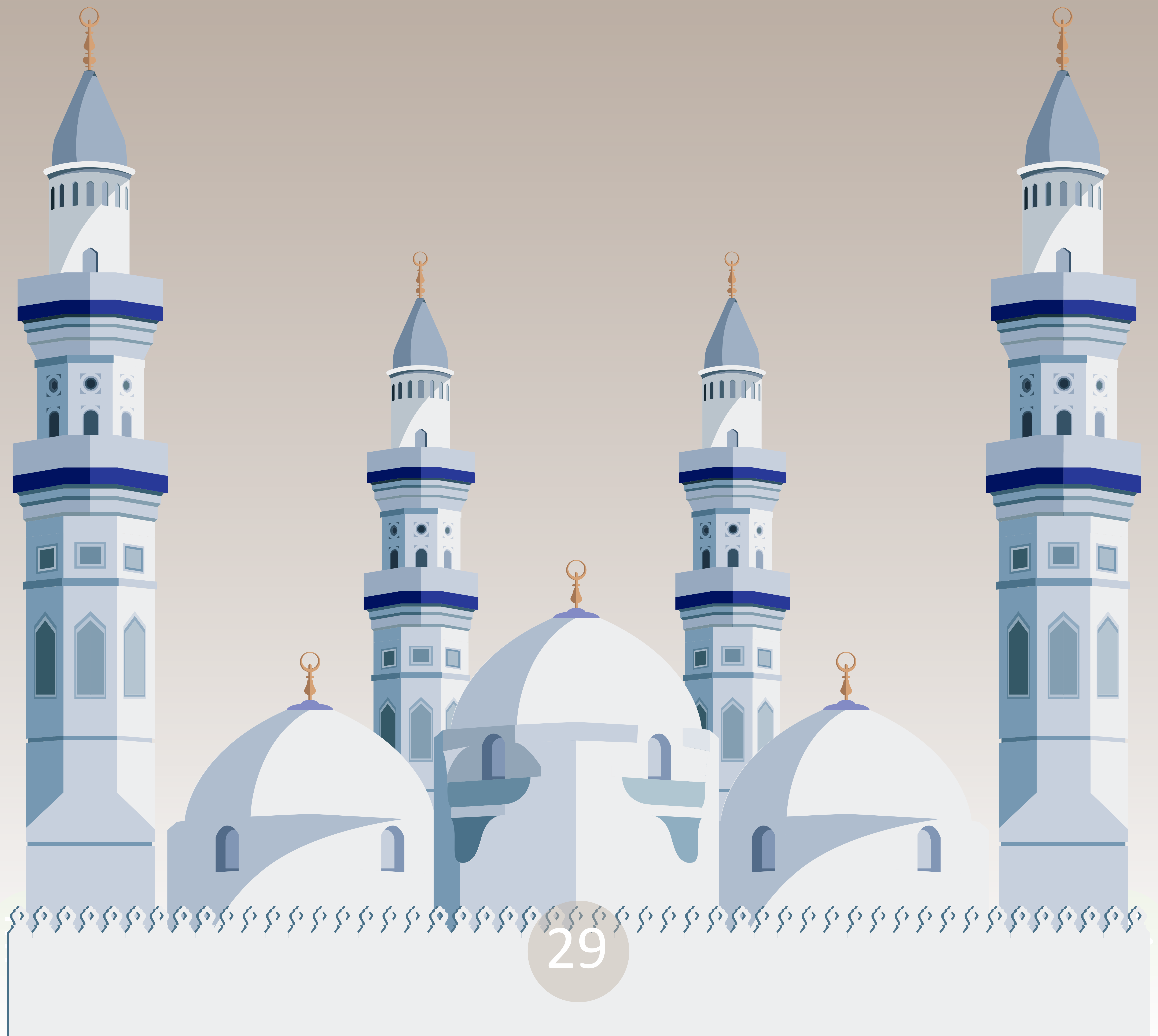
মসজিদের আয়তন:

- মসজিদের সাকুল্য আয়তন: ১৩,৫০০ বর্গমিটার।
- ২৫,০০০ মুসল্লি ধারণ করতে সক্ষম।



মসজিদে কুবা সম্প্রসারণের জন্য কিং সালমান প্রজেক্ট ১৪৪৩ হিঃ

- এটা মসজিদে কুবার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ সম্প্রসারণ প্রকল্প।
- উদ্দেশ্য হলো: মূল মসজিদ সম্প্রসারণের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমৃদ্ধ করা।
- মসজিদের আয়তন ৫০,০০০ বর্গমিটারে উন্নীত করা।
- ৬৬,০০০ মুসল্লি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন করা।





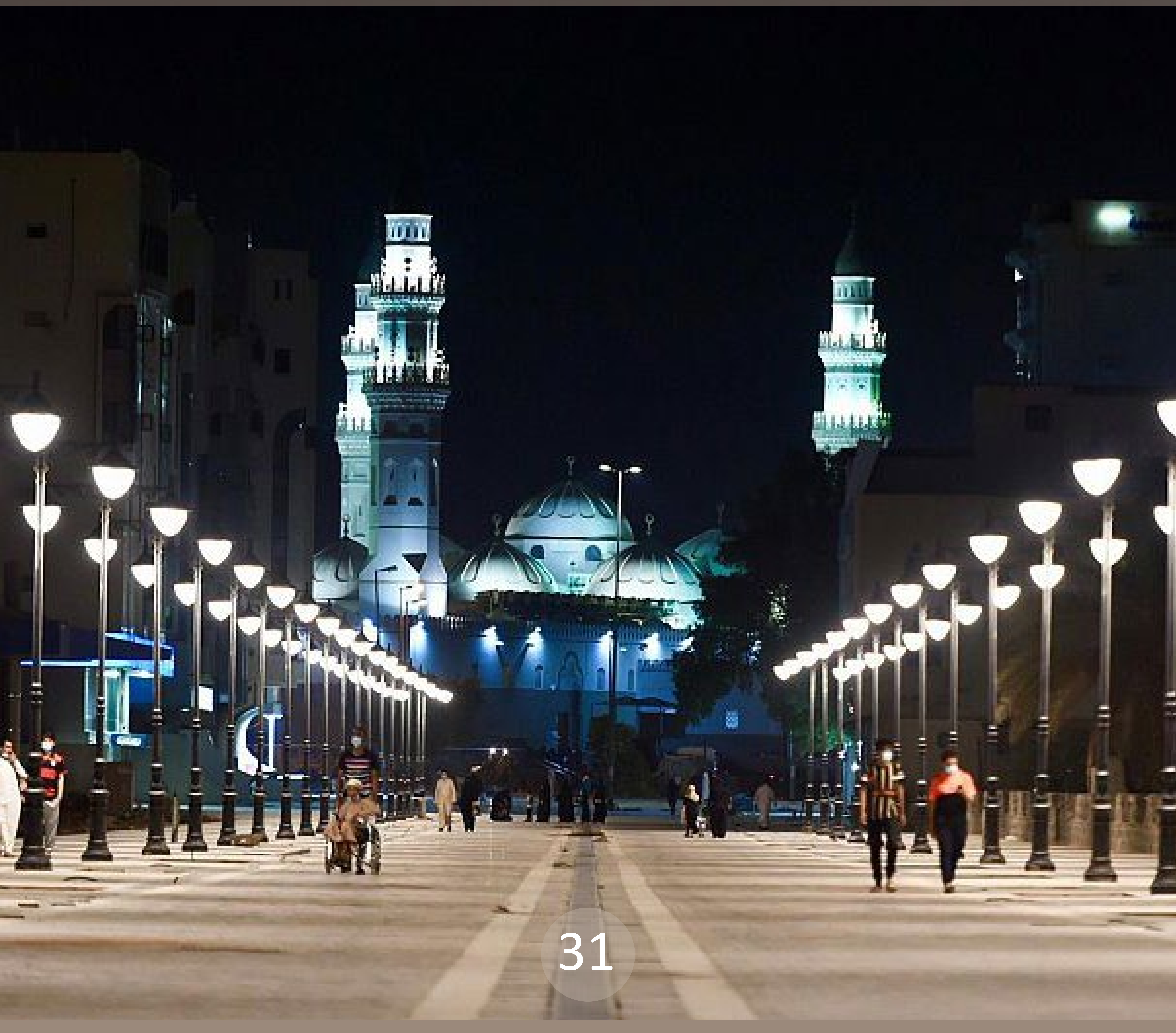
কুবা এভিনিউ

এটা পায়ে হাঁটার একটি প্রশস্ত রাস্তা যা মসজিদে নববীকে মসজিদে কুবার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। অত্যাধুনিক এই পথে দুই মসজিদের মুসল্লীরা পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে পারেন।

পথচারীদের এই পথ বিভিন্ন দোকান, ক্যাফে ও স্থানীয় খাবারের দোকানে ভরপুর।

এর দৈর্ঘ্য ৩.৬ কিলোমিটার।

পার্কের মতো এর একটি অংশে ছোট-বড় যে কেউ হাঁটাহাঁটি করে মদীনার আবহাওয়া উপভোগ করতে পারেন। রাতের তপ্ত আবহাওয়ার মাঝেও এখানে হাঁটার পরিবেশ রয়েছে।





মসজিদে কিবলাতাইন

এটা সেই মসজিদ যেখানে ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় থাকাকালীন বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন। কাবাকে রাখতেন সামনে তথা তাঁর ও বাইতুল মাকদিসের মাঝখানে।

মদীনায় হিজরতের পরে এক বছরের অধিক সময় তিনি বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তিনি মনে মনে কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়তে চাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর ওপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়: 'আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কিবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন' [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৪৪]

তখন তিনি কাবা শরীফ অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় শুরু করেন।



বর্ণিত আছে, এটা যখন সংঘটিত হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বনু সালামার মহল্লায় ছিলেন। তিনি সাহাবাদের নিয়ে যোহরের নামাজ পড়ছিলেন। দুই রাকাআত শেষ হওয়ার পরে তাঁর কাছে কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত নির্দেশ আসে। তিনি নামাজের মাঝেই সাহাবাদের নিয়ে কিবলা পরিবর্তন করেন। ঘুরে বিপরীত দিকে সবার সামনে চলে যান। এ কারণে সেই মসজিদটি 'মসজিদুল কিবলাতাইন' (দুই কিবলার মসজিদ) নামে প্রসিদ্ধ হয়।



এটা মসজিদে নববী থেকে ৪ কি.মি. দূরে বনু সালামা এলাকায় অবস্থিত।

মসজিদে কিবলাতাইনে পৌঁছতে:

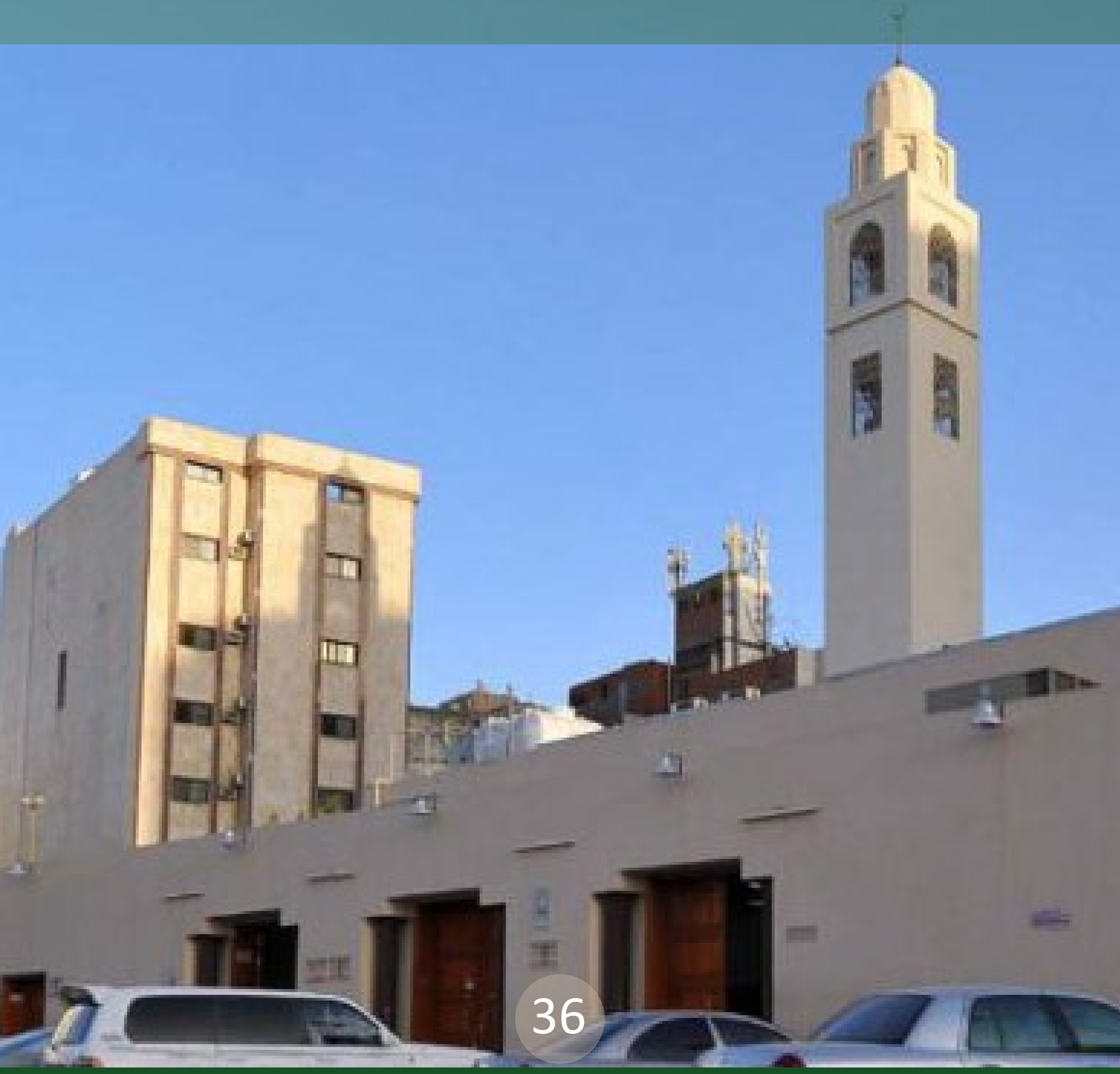
এখানে ক্লিক করুন



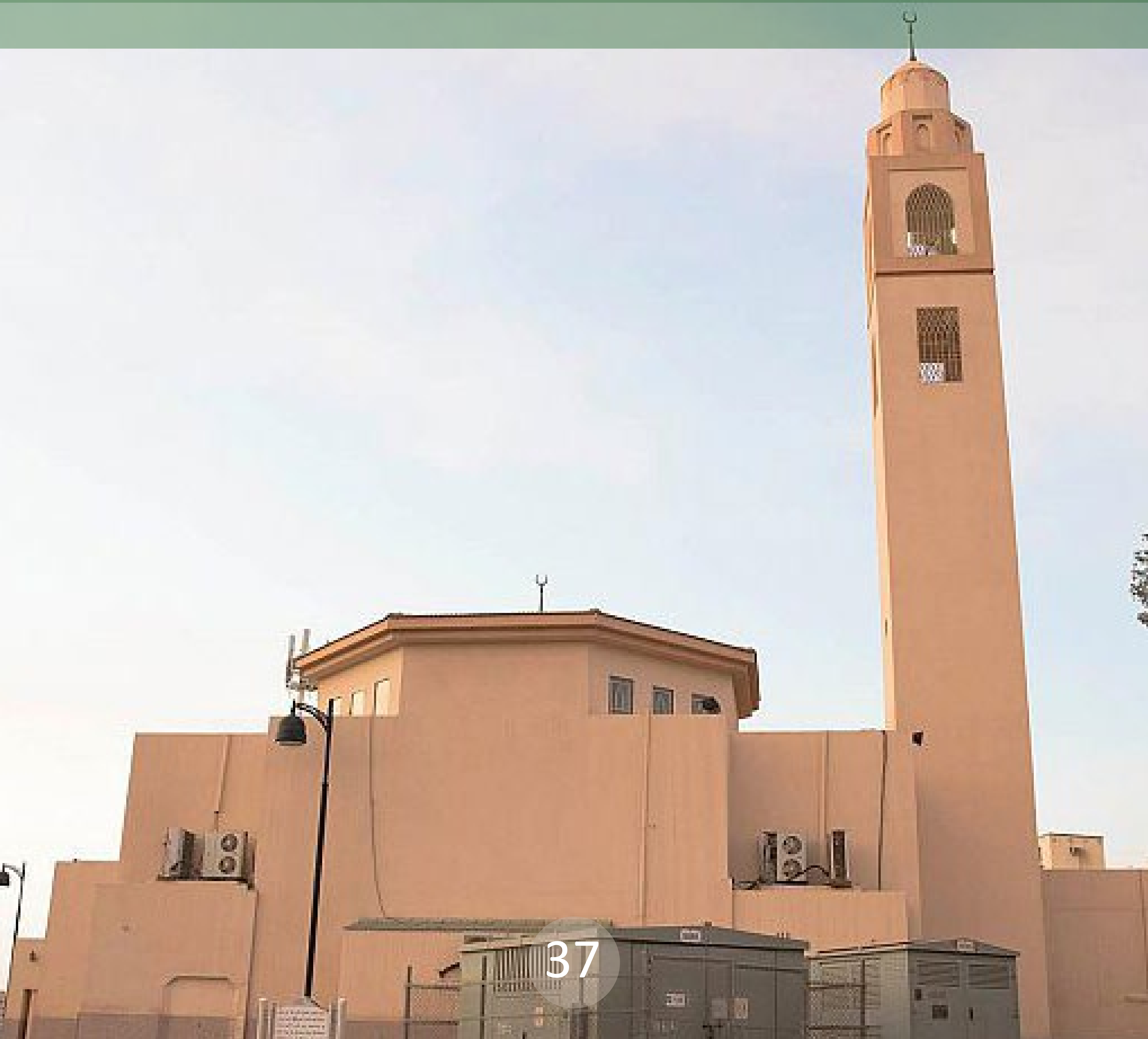
মসজিদে ইজাবা

(মসজিদে বনী মুআবিয়া- মসজিদে মুবাহালা)

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) যুগে নির্মিত একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক মসজিদ।



- এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক দুআ এবং তা কবুল (ইজাবা) হওয়ার কারণে এটাকে ‘মসজিদে ইজাবা’ বলে নামকরণ করা হয়েছে। তিনি এ পথে যাওয়ার সময় এখানে সাহাবাদের নিয়ে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে তিনটি দুআ করেছেন। দু’টো কবুল হয়েছে। একটি কবুল করা হয়নি।



- মসজিদে ইজাবা মসজিদে নববীর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত।
- সম্প্রসারণের পরে এর দূরত্ব হয়েছে: ৫৮০ মিটার।
- মসজিদের বর্তমান অবকাঠামো সৌদি আমলে নির্মিত হয়েছে। তবে এখানেই প্রাচীন মসজিদটি ছিল।
- মসজিদের আয়তন প্রায় ৫০০ বর্গমিটার।

মসজিদে ইজাবাতে পৌঁছতে:

মসজিদটি নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে সকলের জন্য উন্মুক্ত।

এখানে ক্লিক করুন



মসজিদে গামামা

- এখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদ ও ইস্তিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামাজ আদায় করেছেন।
- এটা মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ৫০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত।

নামকরণের কারণ:

- এখানে যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইস্তিসকার নামাজ আদায় করেছেন, মেঘ ও বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন, এ জন্য এটাকে ‘মসজিদে গামামা’ (তথা মেঘের মসজিদ) হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। কথিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এখানে নামাজ আদায় করেছেন, তখন একখণ্ড মেঘ তাকে রোদ থেকে ছায়াদান করেছে।

- উমর ইবনে আব্দুল আজীজ যখন মদীনার গর্ভনর ছিলেন তখন এই মসজিদ নির্মিত হয়।

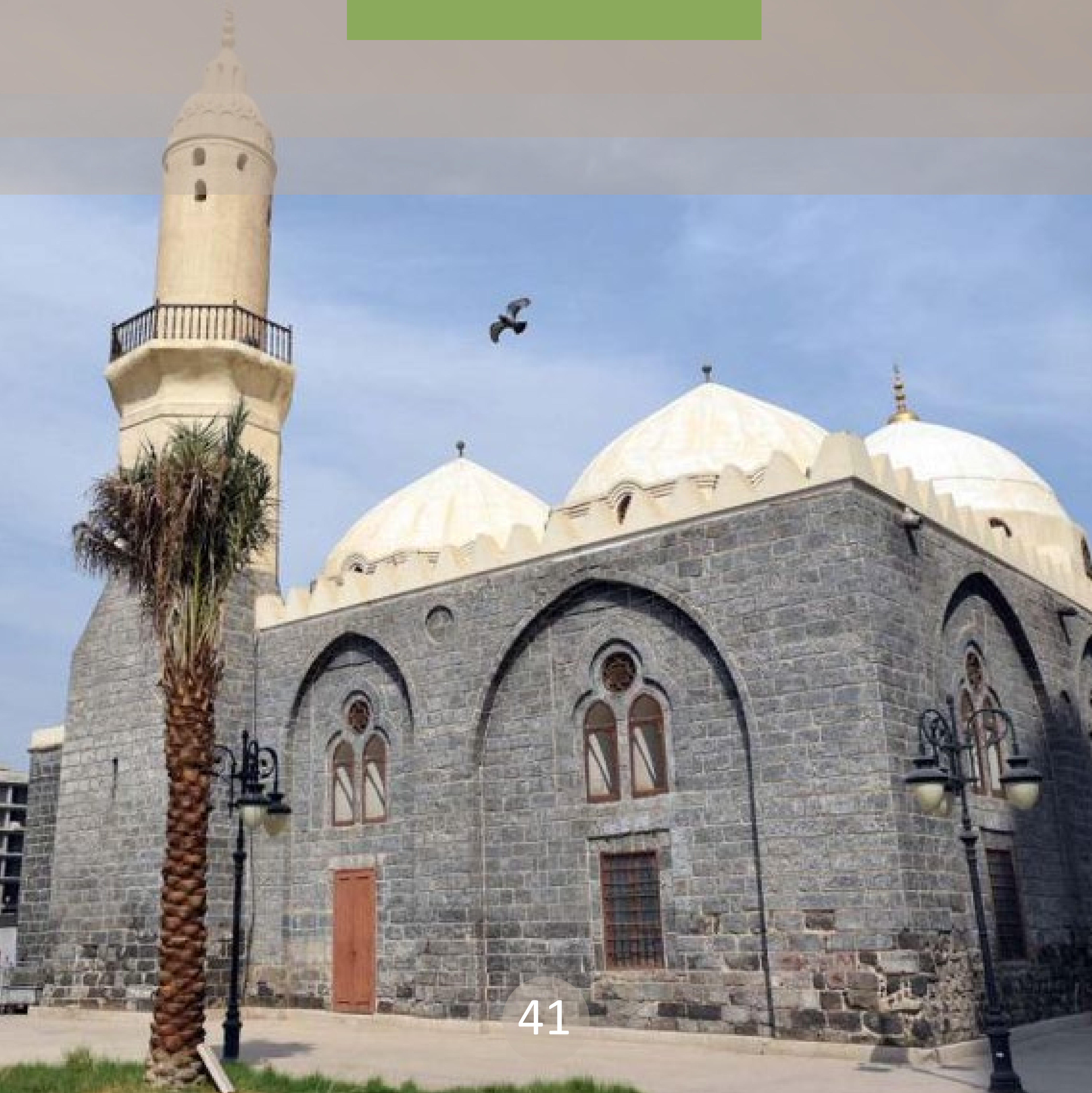
- যুগে যুগে এটাকে সংস্কার করা হয়।



- বর্তমানেও এর প্রাচীন স্থাপত্যশৈলি সুরক্ষিত রাখার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রয়েছে।
- এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া হয়। তবে জুমুআর নামাজ পড়া হয় না।

মসজিদে গামামাতে পৌঁছতে:

এখানে ক্লিক করুন



মসজিদে আবু বকর

সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতকালে মদীনাবাসীদের নিয়ে যেখানে ঈদের নামাজ আদায় করতেন এটা সেই স্থানে নির্মিত মসজিদ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পাশেই ঈদের নামাজ আদায় করতেন।



- এটা মসজিদে গামামার খুব কাছে অবস্থিত।
- এটা সেসব ঐতিহাসিক মসজিদের একটি যা আজও তার প্রাচীন শৈলি ধরে রেখেছে এবং দর্শনার্থীদেরকে আকৃষ্ট করে।





- উমর ইবনে আব্দুল আজীজ যখন মদীনার গভর্নর ছিলেন তখন এই মসজিদ নির্মিত হয়।
- এখনও এটাতে প্রাচীন পাথুরে দেয়াল ও প্রাচীন স্থাপত্যরীতি দৃশ্যমান।
- ১২৫৪ হিজরীতে যেভাবে নির্মিত হয়েছিল এখনও সেই অবকাঠামো বিদ্যমান।

মসজিদের স্থানের বিবরণ:

এই মসজিদটি দর্শনার্থীগণ খুব কাছ থেকে দেখতে পারেন। বাইরের চত্বরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে পারেন।

মসজিদটিতে পৌঁছতে:

এখানে ক্লিক করুন

মসজিদে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগের ঈদগাহের স্থানে নির্মিত এই মসজিদ।



- এটা মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
- সম্প্রসারিত ভবন থেকে ৪৫৫ মিটার দূরে।
- এর সর্বপ্রথম অবকাঠামো নির্মিত হয়েছিল ৮৫০ হিজরী সন পরবর্তী সময়ে।

মসজিদের অবস্থান

এখানে ক্লিক করুন

মসজিদে আলী ইবনে আবী তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু

এটা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত আমলের ঈদগাহের জায়গাতে নির্মিত মসজিদ।



- মসজিদে নববীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই মসজিদ।
- মসজিদে নববী থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে অবস্থিত।
- উমর ইবনে আব্দুল আজীজের মদীনার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনের যুগে সর্বপ্রথম এই মসজিদ নির্মিত হয়।
- সৌদি আমলে হিজরী ১৪১১ সালে এটাকে সংস্কার করা হয়।

মসজিদের লোকেশন:

এখানে ক্লিক করুন



বাকী’ গোরস্থান



এটা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান।

যুগে যুগে এখানে অসংখ্য মানুষ শায়িত হয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: রাসূলুল্লাহর কয়েকজন স্ত্রী ও অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

এটা মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

এর আয়তন ১৮০,০০০ বর্গ মিটার।



এটাকে ‘বাকী’ বলা হয়: কারণ অতীতে এখানে অসংখ্য গাছপালা ছিল। আর আরবীতে নানান গাছপালাপূর্ণ বিস্তৃত অঞ্চলকে ‘বাকী’ বলা হয়।

নবীজী (সাঃ) প্রায়শই বাকীর অধিবাসীদের যিয়ারত করতেন এবং তাদের জন্য দুআ করতেন।



পুরুষদের জন্য বাকী’ গোরস্থান যিয়ারতের সুযোগ রয়েছে:

- ফজরের পর থেকে সকাল ৮ টা পর্যন্ত।
- আসরের পর থেকে এক ঘন্টা।
- জানাযা থাকলে যে কোনো ফরজ নামাজের পরপরই।

বাকী কবরস্থানে পৌঁছতে:

এখানে ক্লিক করুন



উহুদ পাহাড়

উহুদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়। রাসূলুল্লাহর কাছে এর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি (সাঃ) বলেছেন:‘উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি’।



উহুদ পাহাড়ের পাশে ইসলামের একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এই যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাইয়্যেদুশ শুহাদা হামযা ইবনে আব্দিল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু।

- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রায় সময়ই কোনো কিছুর বিশালত্ব বোঝাতে উহুদের উদাহরণ দিতেন। যেমন তিনি সাহাবাদের প্রশংসায় বলেছেন, ‘ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করে, তাদের এক মুঠি কিংবা অর্ধ মুঠি সমপরিমাণ হবে না’।

- এটা মসজিদে নববীর উত্তর দিকে প্রায় ৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত।





‘উহুদ’কে উহুদ (তথা এক) নামে নামকরণের কারণ: এটা আশপাশের অন্যান্য পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে বিভিন্ন পাহাড়ের মাঝে এটা স্বতন্ত্র একক পাহাড় হিসেবে প্রকাশিত।

উহুদ পাহাড় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে একটি লম্বা শেকলের মতো বিস্তৃত। কোথাও কোথাও খানিকটা উত্তরে ঘেঁষা। উহুদের আনুমানিক মাপ:

- দৈর্ঘ্য: ৭ কি.মি.।
- প্রস্থ: ২-৩ কি.মি.।
- উচ্চতা: প্রায় ১০৭৭ মিটার।

- লাল গ্রানাইটে গড়া পাহাড়ের পাথরগুলো নানান রঙে বিভক্ত। কিছু গাঢ় সবুজ ও কালো।

- পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য গর্ত, ফাটল ও গহ্বর ইত্যাদি। এগুলো বৃষ্টির পানি ধরে রাখে।



উহুদ পাহাড় দর্শনকালে দর্শনার্থী যা যা দেখবেন:

- উহুদ পাহাড়।
- রুমাত পাহাড়।
- শহীদদের কবরস্থান।

উহুদ পাহাড়ে নানান পরিবহনের মাধ্যমে পৌঁছা যায়। যথা:

১। মদীনা বাস সার্ভিস:

- হারামের স্টপিজ।
- মদীনা বাস স্ট্যান্ড (হারাম-উহুদ)।

২। পর্যটন বাস সার্ভিস:

জাবালে রুমাত

উহুদ পাহাড়ের পাশে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পাহাড়।

নামকরণের কারণ:

উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদল তীরন্দায (রুমাত) সাহাবাদেরকে এই পাহাড়ের ওপর অবস্থানের নির্দেশ দেন। যাতে পেছন দিয়ে শত্রুদের অতর্কিত আক্রমণ ও অবরোধ থেকে মুসলিম বাহিনী সুরক্ষিত থাকে।



- পাহাড়ে নিয়োজিত তীরন্দায (রুমাত) সাহাবীদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ জন।
- তারা আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ছিলেন।
- আল্লাহর পূর্ব ফয়সালা অনুযায়ী একদল তীরন্দায সাহাবা রাসূলের নির্দেশ অমান্য করেন। তারা মুশরিকদেরকে পরাজিত ও পলায়নরত দেখে গনীমত সংগ্রহের জন্য পাহাড় থেকে নেমে যান। তাদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে নিষেধের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ- যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন- সুযোগটির সদ্ব্যবহার করেন। তিনি একদল সেনা নিয়ে পেছন দিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলেন। মুহূর্তেই যুদ্ধের ফলাফল বদলে যায়। মুসলমানদের বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। অসংখ্য সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

- ‘যখন তোমাদের ওপর মুসীবত এলো তখন তোমরা বললে, ‘এটা কোথা হতে এলো?’ অথচ তোমরা তো (কাফিরদের) দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। বল: ‘এটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতে’। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৫]

উহুদের শহীদদের কবরস্থান



- মসজিদে নববীর উত্তর দিকে অবস্থিত।
- ৫ কি.মি. দূরে।
- উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে।

- এই কবরস্থানকে ‘শুহাদা চত্বর’ বলা হয়।
- এটাকে ‘শহীদদের কবরস্থান’ বলে নামকরণের কারণ হলো- এখানেই উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী ৭০ জন সাহাবীর পবিত্র দেহ শায়িত করা হয়েছে।

এখানে শায়িত সাহাবাদের মাঝে অন্যতম প্রসিদ্ধ হলেন:

- রাসূলুল্লাহর (সাঃ) চাচা শহীদদের সর্দার হামযা ইবনে আব্দিল মুত্তালিব।



বর্তমানে কবরস্থানটি চতুর্দিক থেকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তবে যিয়ারতকারীগণ প্রাচীরের বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু দেখতে পান।

এই কবরস্থানের যিয়ারতকারীদের জন্য এখানে সালাম পেশ ও শহীদদের জন্য দুআ করা সুন্নাত। যেমনটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন,

السَّلامُ عَلَيكُم دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ، وإنَّا إنْ شاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللَّهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالمُسْتأخِرِين .

‘আস-সালামু আলাইকুম দারা কওমিন মুমিনীন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন। ইয়ারহামুল্লাহুল মুস্তাকদিমীন মিনকুম ওয়াল মুসতাখিরীন’।





বনু সায়েদার বৈঠকখানা

(সাকীফায়ে বনী সায়েদা)

- এটা সেই স্থান রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের পরে যেখানে সাহাবায়ে কিরাম বৈঠক করেন এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মুসলমানদের খলীফা হিসেবে তাঁর হাতে বাইয়াত নেন।

- এই বৈঠকখানাকে ‘বনু সায়েদা’র সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কারণ হচ্ছে এটা উক্ত কবীলার খামারে অবস্থিত ছিল।

- এটা মদীনা মুনাওয়ারার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান।
- মুসলমানদের অন্তরে এটার বিশেষ ঐতিহাসিক মর্যাদা রয়েছে। কারণ এখানেই তাদের সূচনার মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল।
- এটা মসজিদে নববীর উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
- মসজিদে নববী থেকে ৫০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত।

- অতীতে এটি একটি ছাদযুক্ত ভবন ছিল। এর তিন দিকে দেয়াল ও এক দিক উন্মুক্ত ছিল।
- বর্তমানে এটি প্রাচীর ঘেরা একটি বাগানরূপে বিদ্যমান।

সাকীফার অবস্থান:

- এটা বর্তমানে ঘন গাছগাছালিপূর্ণ একটি বাগান হয়ে আছে। দর্শনার্থীগণ গাছের ফাঁকে ঘুরে ঘুরে এই ঐতিহাসিক স্থানটি দেখে থাকেন।



কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স

এটি কুরআনের জ্ঞানতত্ত্ব, কুরআনের অর্থের অনুবাদসহ কুরআন কারীমের নানামুখী সেবায় নিবেদিত একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। প্রিন্টিং, সাউন্ড রেকর্ডিং, ইলেকট্রনিক প্রকাশনা, ডিজিটাল অ্যাপসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কুরআন কারীমকে সবধরনের বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

এখানেই রয়েছে কুরআন শরীফ মুদ্রণের জন্য বিশ্বের সর্ববৃহৎ ছাপাখানা।

ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলোর এক অনন্য উদাহরণ এই প্রতিষ্ঠান।

উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে এ যাবৎ কুরআনের ৩৫০ মিলিয়নের অধিক কপি ছাপা হয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ২০ মিলিয়ন কপি ছাপানো হয়ে থাকে। সাইজ, ভাষা ইত্যাদি বিবেচনায় এখানে প্রায় ২৫০ এর অধিক কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন ভার্সন প্রকাশিত হয়েছে। এখান থেকে বিশ্বের প্রায় ৭০ এর অধিক ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৯ টি এশীয় ভাষা রয়েছে।



অবস্থান:

মদীনা মুনাওয়ারা- তাবুক রোড

কমপ্লেক্সে পৌঁছতে

এখানে ক্লিক করুন



উদ্বোধন: ১৪০৫ হিজরীতে এটার উদ্বোধন হয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারা যাদুঘর

(হেজায রেলওয়ে মিউজিয়াম)



মদীনা মুনাওয়ারা যাদুঘর

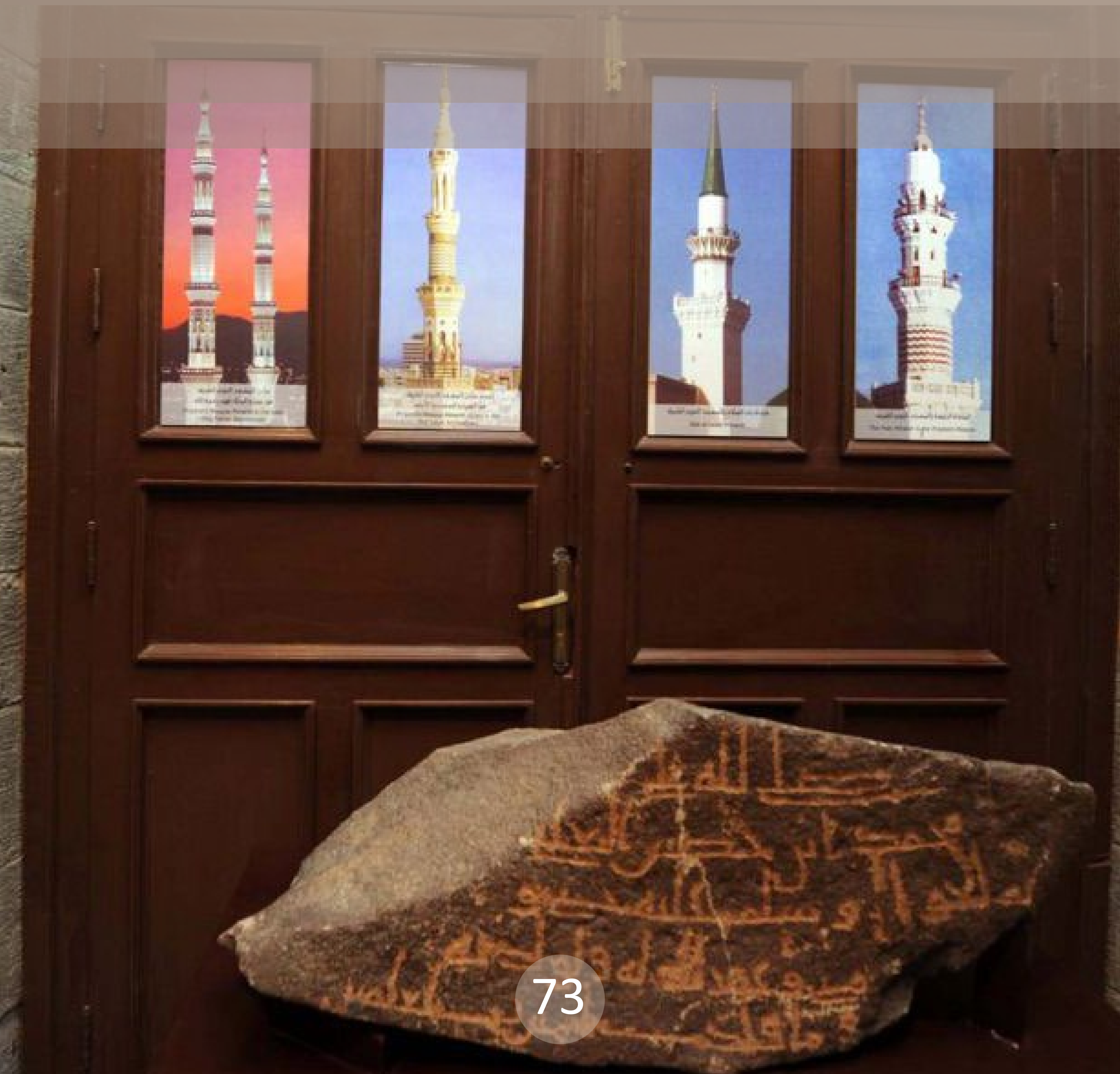
(হেজায রেলওয়ে মিউজিয়াম)

১৯০৮ সালে নির্মিত হেজাল রেলওয়ে স্টেশনকে ১৯৮৩ সালে যাদুঘরে পরিবর্তন করার প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়। এটার নাম দেয়া হয়: মদীনা যাদুঘর



সংগ্রহশালা:

- বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ, ভিজ্যুয়াল গ্যালারী এবং মদীনার বিভিন্ন সময়ের বিরল ঐতিহাসিক ছবিসমূহ।
- প্রায় ২০০০ শিল্পকর্ম যা মদীনার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে মূর্ত করে তোলে। মদীনার প্রাকৃতিক ও সামাজিক দৃশ্যপট এবং যুগে যুগে মদীনা শহরটি গড়ে ওঠার জীবন্ত ইতিহাস তুলে ধরে।



যাদুঘরের অবস্থান:

মদীনার আম্বারিয়া মসজিদের কাছাকাছি হেজায রেলওয়ের সর্বশেষ স্টেশন ভবন।

লোকেশন:

এখানে ক্লিক করুন



দারে মদীনা ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক যাদুঘর



এটামদিনামুনাওয়ারারবিশেষায়িতযাদুঘর। হিজরতে নববী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত মদিনার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইসলামের ইতিহাস তুলে ধরে।

যাদুঘরটি আপনাকে মদীনা মুনাওয়ারা, মসজিদে নববী ও সীরাতে মুস্তফার (সাঃ) ঐতিহাসিক অলিগলিতে এক অনন্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। যাদুঘরের দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন ভাষায় আপনাকে নিচের তথ্যগুলো প্রদান করবেন:

- ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ সংখ্যা।
- ঐতিহাসিক ডামিসমূহ।
- ছবি, অঙ্কন চিত্র, শিলালিপি, নানান বই-পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি।



মসজিদে নববী
স্থাপত্য প্রদর্শনী কেন্দ্র

মসজিদে নববীর স্থাপত্য ইসলামী স্থাপত্যের সৌন্দর্য ও নিপুণতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি এটি প্রাচীন ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সুবিশাল সম্ভার।

উক্ত প্রদর্শনী কেন্দ্র যিয়ারতকারীর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। মসজিদে নববীর স্থাপত্যের নানান দিক ও তাতে বিদ্যমান সেবাসমূহ সবিস্তারে তুলে ধরে।

প্রদর্শনী কেন্দ্রের অবস্থান:

মসজিদে নববীর দক্ষিণ (তথা কিবলার) দিকে।



- উক্ত প্রদর্শনী কেন্দ্র মসজিদে নববীর মিম্বর, মিহরাব, গম্বুজ, ছাতা, গেট, মিনার ইত্যাদি বিষয়ে যিয়ারতকারীর জ্ঞান সমৃদ্ধ করে।

- একাধিক আন্তর্জাতিক ভাষায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এসব তথ্য উপস্থাপন করে।



১২ টি চিত্রের মাধ্যমে:

- শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত মসজিদে নববীর স্থাপত্য ইতিহাস উপস্থাপন করে।
- যুগে যুগে মসজিদ সম্প্রসারণের চিত্র তুলে ধরে।

মসজিদে নববী ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের সংগ্রহশালা সুরক্ষিত রাখা দর্শনার্থীদের সচেতনতার প্রমাণ।



সীরাতে নববী ও ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্র ও যাদুঘর

এটা স্বতন্ত্র ইলমী মানহাজে, সুসংহত গবেষণা পদ্ধতিতে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সামগ্রিক পরিচয়, তাঁর শিক্ষা ও শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ অনন্য সৃজনশীল উপায়ে তুলে ধরে।

অবস্থান:

মসজিদে নববীর কিবলার মুখোমুখি দক্ষিণ দিকে।

এই প্রদর্শনী কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হলো:

- আল্লাহ তাআলার পরিচয়, তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং তাঁর কুদরতের নানান নিদর্শন তুলে ধরা।
- ইসলামের পরিচয়, ইসলামী মূল্যবোধ ও মূলনীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া।



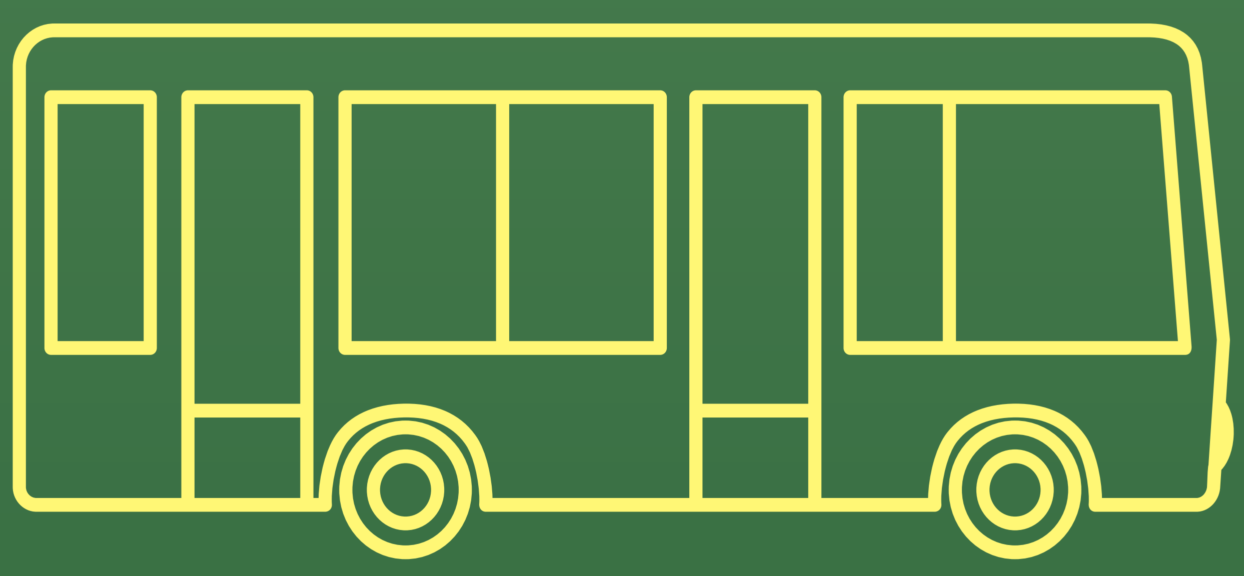
- ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে পরিচিত করা।
- অন্যান্য নবী ও রাসূল আলাইহিমুস সালামদের পরিচয় তুলে ধরা।
- ইসলামী পুরাকীর্তি ও ইসলামী সভ্যতার নিদর্শনগুলো তুলে ধরা।

উপস্থাপনের ভাষাসমূহ:

যেসব ভাষায় এগুলো উপস্থাপন করা হয়ে থাকে তন্মধ্যে: ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনীয়, উর্দু, তুর্কি, ইন্দোনেশীয়।

মদিনা বাস সার্ভিস





এগুলো সর্বাধুনিক বাস সার্ভিস যা আপনাকে নির্ধারিত রুটিন ভিত্তিক ও স্বল্প খরচে মদীনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছে দিবে।

নগদ, ইলেকট্রনিক কিংবা তাদের নির্ধারিত অ্যাপের মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করা যাবে।

স্টেশনগুলোর অবস্থান ও ভ্রমণপথ জানতে আপনার মোবাইলে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করুন:





পর্যটন বাস

এগুলো দ্বিতল ট্যুরিস্ট বাস যার ওপরের তলা খোলা। এটা মদীনার গুরুত্বপূর্ণ ১২ টি দর্শনীয় স্থানে গিয়ে থাকে। দর্শনার্থী যখন যেখানে চান নামতে পারেন। আবার যেখানে ইচ্ছা সেখান থেকে উঠতে পারেন।

২৪ ঘন্টার জন্য ব্যবহারযোগ্য টিকেটের মাধ্যমে যে কেউ এই সুবিধা উপভোগ করতে পারেন।

তাতে ৮ টি ভাষায় অডিও নির্দেশিকা রয়েছে।

এসব পর্যটন বাস ১২ টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থামে:

- মসজিদে নববী
- আল নূর মল শপিং কমপ্লেক্স
- খন্দক যুদ্ধের স্থান
- মসজিদে কুবা
- উহুদ যুদ্ধের স্থান
- হেজায রেলওয়ে স্টেশন
- কুবা এভিনিউ (জাদ্দাতু কুবা)

বাসের সময়সূচি ও
বিস্তারিত জানতে
এখানে ক্লিক করুন:



প্রয়োজনীয় নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (এখানে ক্লিক করুন)।

এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

هيئة الهلال الأحمر السعودي
SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

الدفاع المدني

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

SFDA
الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحـج والعمـرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH